সেপ্টেম্বরের শেষে আবার বন্যার আশঙ্কা

দেশে চার দফায় মোট ৪৬ দিন বন্যা স্থায়ী হয়েছে। আবার সেপ্টেম্বর শেষে আরেকটি বন্যা হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে চলমান বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হিসাব তুলে ধরেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীন উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক সামসুদ্দিন আহমেদ পূর্বাভাস দিয়েছেন এ বছরের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আরেকটি বন্যা হতে পারে। অক্টোবর-নভেম্বরের মধ্যে একটি ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা আছে।

এবারের বন্যা ১৯৯৮ সালের বন্যার থেকে দীর্ঘস্থায়ী নয়, জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল ৬৯ দিন, এবারের বন্যা ছিল ৪৬ দিন। আর ক্ষয়ক্ষতিও ১৯৯৮ সালের বন্যার চেয়ে কম। ’৯৮ সালে প্রায় ৫০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। এবার আমাদের প্রায় ৩০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

বন্যায় খাদ্যশস্যের ঘাটতি হবে না জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারি মজুত আছে ১৩ লাখ টনের ওপরে। ৮ লাখ টন থাকলে মনে করি নিরাপদ। আরো খাদ্য সংগ্রহের কাজ চলছে, এ মাসের মধ্যে ১৫ লাখ টনে পৌঁছে যাবে। বন্যা দীর্ঘায়িত হলে বরাদ্দ আরো বাড়বে কিনা, জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের যে বরাদ্দ আছে সেটা দিয়ে আমরা মোকাবিলা করতে পারব।

এনামুর রহমান বলেন, এবার চার দফায় বন্যা হয়েছে। ২৬ জুন থেকে বন্যা শুরু হয়, এর পরে ১০ জুলাই দ্বিতীয় দফা এবং ১৯ জুলাই তৃতীয় দফা এবং চতুর্থ দফায় উপকূলীয় অঞ্চলে বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলা এবং সাতক্ষীরা জেলায় অতিরিক্ত জোয়ার, সমুদ্রের লঘুচাপ এবং উজানের পানির কারণে প্লাবিত হয়। আমরা সবগুলো বন্যা কবলিত এলাকার জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা দিয়েছি। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিরা বিতরণ করেছেন।

সূত্র- ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তিনি বলেন, ‘ডাক্তার সাবরিনার দু’টি এনআইডির বিষয়ে জানতে নির্বাচন কমিশনের সচিব বরাবর গত ১৯ আগস্ট চিঠি দিয়েছে দুদক। ’ ডা. সাবরিনার দু’টি জাতীয় পরিচয়পত্র বর্তমানে সচল এবং দু’টিতে তার একই নাম। চিঠিতে একই নাগরিক কীভাবে দু’টি জাতীয় পরিচয়পত্র রাখতে পারে, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গত ২৩ জুন জেকেজির সিইও আরিফসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। মামলার তদন্তে জেকেজির চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনার নাম এলে গত ১২ জুলাই তাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে এ মামলার সব আসামি কারাগারে রয়েছেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

প্রতারণার অভিযোগে নাইজেরিয়া ও ঘানার ৪ নাগরিক আটক

ফেসবুকে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে চার বিদেশি (নাইজেরিয়ান ও ঘানা) নাগরিককে আটক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অর্গানাইজড ক্রাইমের একটি টিম।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর মালিবাগ সিআইডি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বিশেষ পুলিশ সুপার (এসএসপি) সৈয়দা জান্নাত আরা।

প্রতারণার অভিযোগে আটক চারজনের মধ্যে নাইজেরিয়ান দুই নাগরিক হলেন- মরো মহাম্মদ, মরিসনও এবং ঘানার দুই নাগরিক সিসম ও এন্থনী। এ সময় তাদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত ৬টি ল্যাপটপ, বেশকিছু সিম এবং ৬টি বিভিন্ন মডেলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে : জাফরুল্লাহ

দেশের টোটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

বুধবার ধানমণ্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে প্লাজমা ও ব্লাড ডোনেশন সেন্টারে সদ্য করোনা মুক্ত হয়ে প্লাজমা ডোনেট করতে আসেন বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। এসময় ডা. জাফরুল্লাহ দেশের সার্বিক করোনা পরিস্থিতি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এসময় হাসপাতালের মাইক্রোবায়ালজি বিভাগের অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান, প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টর প্রধান গোলাম মোহাম্মদ কোরাইশি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু, গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও সনোলজিস্টি মোহাম্মদ শওকত আলী আরমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, রুমিন ফারহানা এখনো পুরো সুস্থ না, তবুও তিনি প্লাজমা দিতে এসেছেন। এটা চমৎকার ব্যাপার। আমরা গৌরব বোধ করছি রুমিন নিজ থেকে এটা করেছেন। আমরা তার সাথে কোনো যোগাযোগ করিনি। তিনি খুব সজাগ একজন নাগরিক যিনি জনগণের জন্য এতোটাই ভাবেন। রুমিন ফারহানা একটা চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বলেন, আমি চাই করোনা থেকে সুস্থ অন্য এমপিরাও প্লাজমা দানে এগিয়ে আসবেন। যারা করোনা আক্রান্ত নন তারাও নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, দেশে প্লাজমা সংগ্রহ এখনো পর্যাপ্ত না। তাই প্রতিটি করোনা আক্রান্ত মানুষকে প্লাজমা দানে এগিয়ে আসতে হবে।

একজন মানুষের প্লাজমা দিয়ে ৫ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া যায়।

রুমিন ফারহানা বলেন, করোনা লুকিয়ে রাখার বিষয় না। সে কারণে করোনা পজিটিভ জানার সাথে সাথে আমি ফেসবুকে সেটা জানিয়েছি। দেশের সব মিডিয়ার সাংবাদিক ভাইয়েরা সেটা নিয়ে সংবাদ করে সবাইকে জানিয়েছেন। এতে আমার আমার প্রতিবেশী এবং আমার সাথে যাদের যোগাযোগ করার কথা তারা সতর্ক থাকতে পেরেছেন।

তিনি আরও বলেন, করোনার শুরু থেকেই আইসিইউ-ভেন্টিলেটর দূরেই থাকুক সরকারি হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত অক্সিজেনও নেই। প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমে রোগীদের যদি আইসিইউ পর্যন্ত যেতে না হয়, বা রেমডিসিভির এর মত দামি ওষুধ নিতে না হয় তাহলে সেটাও অনেক বড় একটা প্রাপ্তি।

আমি বিশ্বাস করি করোনা থেকে সেরে ওঠা প্রতিটা মানুষ যদি অন্য কোনো বড় অসুস্থতায় আক্রান্ত না থেকে থাকেন তাহলে প্লাজমা দেয়া তাদের কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্যটিই পালন করতে এসেছি। আমার জেনে খুব ভালো লাগছে এই রক্ত দিয়ে ৫ জন গুরুতর অসুস্থ করোনা রোগী উপকৃত হবেন।

আমি আশা করি, করোনা থেকে সেরে ওঠা প্রতিটি মানুষ প্লাজমা দেবেন। এই ভয়ঙ্কর মহামারীর সময় সরকার আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি, তাই আমাদের সকলের উচিত নিজেদের পাশে দাঁড়ানো।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কৌশলগতভাবে উইঘুরদের পরিচয় বিলুপ্ত করে ফেলছে চীন

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ট্রিবিউনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উইঘুরদের ওপর চীনের নিপীড়নের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। গত ২৪ আগস্ট Systematic erasure of identity শিরোনামে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য তিলক দেবাশের দীর্ঘ একটি

নিবন্ধ লিখেছেন। এতে তিনি লিখেছেন,

সম্প্রতি চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত ১১ মিলিয়ন উইঘুরের অবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। উইঘুররা তুর্কি বংশোদ্ভূত, যাদের বেশিরভাগই মুসলিম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন তাদের পরিচয় মুখে ফেলার চেষ্টা করছে এবং তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিশ্বাসের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে এবং তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাম কমিয়ে আনা হচ্ছে। সমন্বিতভাবে গৃহীত এসব পদক্ষেপ মানবাধিকারের লঙ্ঘন। হান চাইনিজ ও উইঘুরদের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে ২০০৯ সালের পর থেকে উইঘুরদের ওপর অবরোধ আরোপ করা হয়। ওই সংঘর্ষে প্রায় ২০০ জন হান চাইনিজ প্রাণ হারান।

২০১৪ সালে জিনজিয়াংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সফরের পর থেকে ক্র্যাকডাউন আরও তীব্র হয়। ২০১৭ সাল থেকে কর্তৃপক্ষ সেখানে ডিটেনশন ক্যাম্প পরিচালনা করছে। ক্যাম্পের নাম দেওয়া হয়েছে ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার। চীন সরকারের কিছু গোপন নথি হস্তগত করেছে ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট। সেই নথিতে ডিটেনশন সেন্টার পরিচালনা বিষয়ক কিছু পরিকল্পনা ও নির্দেশনা ছিল। নাৎসী আমলের কনসেন্ট্রশন ক্যাম্পের আদলে তৈরি এ ক্যাম্পে ২০১৭ সাল থেকে ১/২ মিলিয়ন উইঘুরকে বন্দী করা হয়েছে। ক্যাম্প থেকে ফাঁস হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে উইঘুরদের ওপর নির্যাতনের চিত্র। সেখানে উইঘুরদের ‘আদর্শিক প্রশিক্ষণ’ দেওয়া হয়। শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়।

ক্যানবেরা ভিত্তিক অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাটেজিক পলিসি ইন্সটিটিউট জানিয়েছে, ২০১৭ সালের পর থেকে ৮০ হাজার উইঘুর বন্দীকে ২৭টি কারখানায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সেসব কারখানায় ৮৩টি বৈশ্বিক ব্রান্ডের পণ্য উৎপাদন করা হয়।

চীনের দাবি, ডিটেনশন ক্যাম্প করা হয়েছে ধর্মীয় উগ্রপন্থা ও সহিংসতা বন্ধের উদ্দেশ্যে। প্রমাণস্বরূপ চীন বলছে, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে জিনজিয়াংয়ে সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। কিন্তু উইঘুরদের ওপর চীনের নিপীড়ন নিয়ে সারা বিশ্বে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তা শান্ত করতে চীন সমর্থ হয়নি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

তিন বছর পার করলো রোহিঙ্গারা, প্রত্যাবাসনে নেই অগ্রগতি

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় ৩ বছর পার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে বা প্রত্যাবাসনে এখনো কোনো অগ্রগতি নেই। সেবা সংস্থাদের কেউ কেউ বলছেন বর্তমানে প্রাণঘাতী রোগ করোনাভাইরাসের কারণে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া থেমে আছে।

করোনা সংকটেও রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আলোচনার কোন ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। অতএব কবে নাগাদ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা নিশ্চিত কোন দায়িত্বশীল সংস্থা বলতে পারছে না।

এদিকে মঙ্গলবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দিবসে উখিয়ার কুতুপালং এলাকায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে কোন মিটিং মিছিল হয়নি বলে জানিয়েছেন উখিয়া থানার এসআই কামরুল হাসান। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর জাতিগত নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় শুরু করেন রোহিঙ্গারা।

গত ৩ বছরে প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছে। এই কমিটি কয়েক দফা বৈঠকের পরেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অগ্রগামী হয়নি। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। সে অনুযায়ী একই বছর ১৯ ডিসেম্বর মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এলে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপটি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। কিন্ত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় কোন অগ্রগতি দেখাতে পারেনি।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে মিয়ানমারকে যাচাই-বাছাই শেষে চার দফায় এ পর্যন্ত প্রায় ছয় লাখ লোকের নামের তালিকা দেওয়া

হয়েছে। এরমধ্যে মাত্র ১০ হাজার রোহিঙ্গার নাম যাচাই-বাছাই করেছে মিয়ানমার। সর্বশেষ চলতি বছর ১৮ মার্চ মিয়ানমারের কাছে চার লাখ ৯২ হাজার রোহিঙ্গার তালিকা হস্তান্তর করা হয়। সেই তালিকা হস্তান্তরের পর করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যাবাসনে বাধা হয়ে দাড়ায়।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারকে চার দফায় রোহিঙ্গা তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য দেওয়া হলেও সে প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারকে এ তালিকা দ্রুত যাচাইয়ের জন্য তাগিদ দেওয়া হলেও তারা করেনি। চলতি বছরের জুনের শেষ দিকে রাখাইনে নতুন করে সেনা অভিযান শুরু করেছে মিয়ানমার। আরাকান বিদ্রোহীদের দমনে এই অভিযান পরিচালনা করছে দেশটি। বিদ্রোহীদের দমনের লক্ষ্যে আরাকানের ১০ হাজার স্থানীয় বাসিন্দাকে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কারণে রোহিঙ্গাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

কক্সবাজারস্থ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. মাহবুব আলম তালুকদার বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশে সবসময় প্রস্তুত রয়েছে। প্রক্রিয়া দ্রুত শুরুর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। শুরু থেকে বাংলাদেশ বলে আসছে কোনো রোহিঙ্গা নাগরিককে জোর করে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে না।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

উত্তেজনা বাড়িয়ে তুরস্ক ও গ্রিসের সামরিক মহড়ার ঘোষণা

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে তেল ও গ্যাসের মালিকানা নিয়ে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। তারই জের ধরে মঙ্গলবার পাল্টাপাল্টি সামরিক মহড়ার ঘোষণা দিয়েছে তুরস্ক ও গ্রিস। তুরস্ক এই এলাকা থেকে অন্য জাহাজকে সরে যেতে বলে। এরপরই নৌ মহড়ার ঘোষণা দেয় গ্রিস।

তুরস্কের পক্ষ থেকে বলা হয়, ওই জলসীমায় তাদের গবেষণা জাহাজ অরুচ রেইসের অনুসন্ধানের সময় বাড়ানো হয়েছে। এ জন্য অন্য জাহাজকে

সেখান থেকে সরে যেতে বলা হয়েছে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে এই অনুসন্ধানকে বেআইনি বলে ওই অঞ্চলে নৌ মহড়া চালানোর কথা বলে গ্রিস।

উল্লেখ্য, তুরস্ক ও গ্রিস ন্যাটোর সদস্যভুক্ত দেশ। ক্রিট ও সাইপ্রাস দ্বীপের মধ্যবর্তী বিতর্কিত সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে এই দুই দেশ।

সূত্র: বিবিসি

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই: প্রধানমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চান বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় বঙ্গবন্ধু-কন্যা বলেন, ‘পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাজাতে দেওয়া হতো না। ভাষণ বাজাতে চাওয়ায় অনেককে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়েছে। তবে এখন সবাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারছে। নতুন প্রজন্মের আগ্রহটা, বিশেষ করে তারা যে সুন্দরভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে এ জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’

তিনি বলেন, ‘জাতির পিতা যে পথ আমাদের দেখিয়ে গেছেন, সেই পথ ধরেই দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশকে যদি আমরা ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত করে সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে চাই, অবশ্যই ইতিহাস

থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ইসরাইলে মাটি খুড়ে পাওয়া গেল ইসলামি যুগের কলসভর্তি স্বর্ণমুদ্রা!

ইসলামি স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত আব্বাসীয় খিলাফতের বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেল ইসরাইলে।

ইসরাইলের ইয়াভনে শহরের কাছে খননকাজ চালানোর সময় কলসভর্তি ওই স্বর্ণের মুদ্রা পাওয়া যায়।দেশটির প্রত্নতাত্ত্বিকরা সোমবার এ তথ্য জানিয়েছেন।খবর বিবিসির।

সোমবার ইসরাইলের অ্যান্টিকস অথরিটি’র দুই প্রত্নতত্ত্ববিদ লিয়াত নাদাভ-জিভ এবং এলিয়ে হাদাদ এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, মোট ৪২৫টি ‘অত্যন্ত দুর্লভ’ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছেন তারা। প্রতিটি মুদ্রা খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে অধিকাংশ ১১০০ বছর পুরনো আব্বাসীয় আমলের।

জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া সম্পদের মধ্যে ছোট আকারের স্বর্ণমুদ্রার অনেক টুকরা পাওয়া গেছে। ওই আমলে এগুলো স্বল্প মূল্যের মুদ্রা ছিল বলে ইসরাইলি বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

নবম শতাব্দীর শেষ সময়টা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতে স্বর্ণযুগ। ওই সময় সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছিল।

এ থেকেই প্রমান পা্ওয়া যায়, ইসরাইলের জবর-দখল করা ফিলিস্তিনিদের এ ভূমি আসলে মুসলমানদেরই ছিল।

সূত্র- যুগান্তর